বাংলা বিভাগ,6th Sem(Hons), (C-13), একালের গল্প।

বিষয় ঃ

'টোপ ' গল্পে লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লিখনশৈলীর পরিচয়।

১ (পার্সেলের মাধ্যমে জুতো প্রাপ্তির ঘটনাকে কেন্দ্র করেই টোপ গল্পের সূচনা। 'চমৎকার ঝকঝকে বাঘের চামড়ার নতুন চটি' পেয়ে সাত-পাঁচ চিন্তার অবকাশে গল্পের কথক বন্ধু পরিমণ্ডল দিয়ে যেমন তার শ্রেণীগত অবস্থানকে চিহ্নিত করেছে তেমনি প্রেরকের ঠিকানায় হঠাৎ চকম ভেঙ্গে আট মাস আগের এক শিকার কাহিনীতে পাঠককে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। বাঘ মেরে জুতো দান সেই ঘটনারই পরিণতি। কিন্তু লেখক সরাসরি ঘটনায় প্রবেশ না করে গল্পের ভয়ঙ্করতার বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশ রচনা করলেন, কথকের মাধ্যমে পাঠককে শুনিয়ে রাখলেন আটমাস আগের ঘটনা আসলে 'এক আরণ্যক ইতিহাস, একটি বিচিত্র শিকার কাহিনী'। আরণ্যক ইতিহাসে লেখক টেরাইয়ের হিংস্র অরণ্যের আকর্ষণীয় বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু টেরাইয়ের হিংস্র অরণ্যের অন্তরালে আর এক হিংস্রতার রাজ্য রামগঙ্গা এস্টেট। মালিক রাজাবাহাদুর এন. আর. চৌধুরী। তাঁর প্রবৃত্তির জঙ্গলে যে হিংস্রতার কারবার সে বিভৎসতা কথকের অভিজ্ঞতালব্ধ এবং তা, যে কোনো পাশবিক ক্রুরতাকেও হার মানায়। শিকারে হিংস্র এবং জীবন যাপনে বিলাসী রাজাবাহাদুরের সঙ্গে কথকের নৈকট্য সূচিত হয় তাঁর জন্ম বাসরে কাব্য সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের মাধ্যমে। কবি-স্বভাব কথকের দেওয়া কাব্য সম্বর্ধনায় খুশি হয়ে রাজাবাহাদুর নগদ প্রতিদান হিসাবে কথককে সোনার হাতঘড়ি দিয়ে বসলেন। পরের প্রাপ্তি—শিকার সহযাত্রী হওয়ার আমন্ত্রণ। রেডিমেড কাব্য সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে সোনার হাত ঘড়ি প্রাপ্তি কথকের প্রাপ্তির আশা ও নিরাপত্তার আশ্বাসকে যেমন বাড়িয়ে তুলেছে তেমনি শিকারের বিলাসিতা ও আভিজাত্যকে আস্বাদন করার লোভ ও কৌতূহল তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে কোলকাতার কেজো জীবন থেকে জানোয়ারের জঙ্গলে। জঙ্গলের ছোট স্টেশনে এসে নামবার পর কথক রাজাবাহাদুর আয়োজিত বিলাসী অভ্যর্থনায় মধ্যবিত্ত সংকোচ ও অস্বস্তিকে দমিয়ে রাখতে না পারলেও অরণ্যের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যে স্বভাব কবিত্বকে অস্তিত্বে উপলব্ধি করে নিজেকে মানানসই করে নিয়েছে। চারপাশে সবুজের আদিগন্ত বিস্তৃতি—কথকের মুগ্ধতা। আবার রোজের নিঃশব্দ চাকার নিচে মড়মড়িয়ে ওঠা শুকনো শালের পাতা—কথকের বিষণ্ণতা ও স্তব্ধতা। এই অরণ্যের অস্তিত্বের অনিবার্যতার একদিকে জন্মসনের সংখ্যা নিয়ে বেড়ে উঠা শাল অন্যদিকে পশুদের স্বভাবগত প্রবৃত্তিকে

ভয়ংকরভাবে উপলব্ধি করতে করতে রাজাবাহাদুরের হান্টিং বাংলোয় এসে পৌছানো। জীবন ও মৃত্যুর, বীজ ও মারীর, সৃষ্টি ও সংহারের সমাজ-প্রাপ্ত বোধের কিনারায় এসে দাঁড়ায় কথক। রাজাবাহাদুরের উষ্ণ অভ্যর্থনা ও রাজোচিত বিনয়ে জঙ্গল আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। জানোয়ারের জঙ্গলে সে মন খুঁজে পায়।

কথককে এবার মন থেকে বনের দিকে ফিরতে হয় কেননা বিচিত্র শিকার দর্শনই তার উদ্দেশ্য। হান্টিং বাংলো থেকে তিন চারশো ফুট নিচে গভীর খাদের মধ্যে টেরাইয়ের One of the fiercest forest -প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতার রাজত্ব। রাজাবাহাদুর এই জঙ্গলের বিলাসী শিকারী। হিংস্র বাঘ তার অহংকারী মদ্যপ দৃষ্টিতে মাছ হয়ে যায়। চারশো ফুট গভীর খাদে সরাসরি শিকার সম্ভব নয় বলেই উপযুক্ত টোপ , কপিকল এবং শিকারীর উপযুক্ত মেজাজ তৈরীর নানা উপকরণ তিনি সঙ্গে নেন। নিছক মাছ ধরারা বিলাসিতা ও মেজাজে বাঘ শিকারের সাক্ষী করে রাখেন কথককে। শিকারের আয়োজন মোটেই সাধারণ নয়, বরং ভয়ঙ্করতায় অসাধারণ। চারশো ফুট উপরে কাঠের মজবুত সাঁকো বানিয়ে কপিকলের সাহায্যে প্রায় আড়াইশো ফুট নিচে দিয়ে নেমে আসে টোপ। এ টোপ রাজাবাহাদুরের অতি পছন্দের। হিন্দুস্থানী কিপারের বেওয়ারিশ শিশুগুলি রাজাবাহাদুরের বশীভূত। বনের পাখিকে নিত্যদিন খাবার ছুঁড়ে দিয়ে যেমন বশ করা যায়, হিন্দুস্থানী কিপারের শিশুগুলোও রাজাবাহাদুরের ছুঁড়ে দেওয়া খুচরো পয়সা, রুটি, ও বিস্কুটে বশীভূত। রাজাবাহাদুরের কাছে তাঁর উচ্ছিষ্ট বা উদ্বৃত্ত খুচরো পয়সার মতোই তাদের জীবন মনে হয়। তাদের জন্মদাতা হিন্দুস্থানী কীপারকে কাজের অছিলায় রাতের মত বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি শিকারের টোপ সংগ্রহ করেন এবং কথকের দীর্ঘশ্বাস প্রতীক্ষার পর এই সেই নতুন অথচ বিচিত্র-শিকারের স্বাদগ্রহণের রাত। 'টর্চের আলোয় পথ দেখিয়ে রাজাবাহাদুর আমাদের সেই ঝুলন্ত সাঁকোটার কাছে নিয়ে এলেন। .....দুজন বেয়ারা একটা কপিকলের চাকা ঘুরিয়ে কি একটা জিনিস নামিয়ে দিচ্ছে নিচের দিকে। .....প্রায় আড়াইশো ফুট নিচে সাদা পুঁটলির মত কি একটা জিনিস কপিকলের দড়ির সঙ্গে নেমে যাচ্ছে দ্রুতবেগে।' এটাই হলো রাজাবাহাদুরের মাছের টোপ। ভয়ার্ত প্রশ্ন মনের মধ্যে চেপে রেখে জীবন্ত পুঁটুলির দিকে চেয়ে আছে কথক। এক সময় দীর্ঘ স্তব্ধতা ও প্রতীক্ষার অবসান। বিশাল ডোরাকাটা জানোয়ারটা পুঁটুলির উপর থাবা বসিয়েই লুটিয়ে পড়ল। ইন্দ্রের বজ্রের মতোই অব্যর্থ নিশানায়-'ফতে'। কিন্তু গল্পের কথক সেই পুঁটুলির ভিতর থেকে শোনে 'শিশুর গোঙানি ক্ষীণ অথচ নির্ভুল।' টোপটি আসলে কীপারের মাতৃহীন শিশুসন্তান। মানবাত্মার এমন চরম বিনষ্টিতে আঁতকে উঠে কথক। মধ্যবিত্তের বিবেক চিৎকার করে ওঠে—'রাজাবাহাদুর কিসের টোপ আপনার! কী দিয়ে আপনি মাছ ধরলেন?' রাজাবাহাদুর সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় বন্দুকের নিঃশব্দ আস্ফালনে তাঁর বিরল

কৃতিত্বকেই শুধু মনে রাখতে ইঙ্গিত দিলেন। সেই রাতের Royal Bengal Tiger এর চামড়ায় তৈরী আজকের পার্সেলে পাওয়া জুতো।

গল্পটি অতি সাধারণ ফ্ল্যাসব্যাক পদ্ধতিতে বর্ননা করা হলেও বিষয় ভাবনায় গল্পের অভিনবত্বকে স্বীকার করতেই হয়। বিচিত্র শিকার কাহিনীর মূল-শিকারীর চরিত্র মেজাজ গড়ে তুলতে গিয়ে পরিপার্শ্ব হিসাবে আরণ্যক ইতিহাস অধিক বিস্তৃতি লাভ করেছে। আবার এও ঠিক যে টেরাইয়ের হিংস্র বাস্তব পরিবেশের অনুবর্তী করে শিকারীর চরিত্র-বীজ গঠন করা হয়েছে। তবে ছোটগল্পের সঠিক বাঁধুনিতে ঘটনা কাহিনীকে আরেকটু সংক্ষিপ্ত হতে হত। কেননা গল্পে নামকরণানুযায়ী পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই গল্পের Climax ও stunt অপেক্ষা করছে এক বিচিত্র শিকার কাহিনীর মধ্যে। সুতরাং উপন্যাসানুগ প্রকৃতি-চিত্রন কিছুটা হলেও পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়। বারবার প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার প্রবণতা গল্পের suspence কে যে ক্ষুণ্ন করেছে সে কথা বলাই বাহুল্য। একদিকে অরণ্য প্রকৃতি, অন্যদিকে রাজাবাহাদুরের শিকার প্রবৃত্তি দুই আদিমতার মেলবন্ধনে গল্পরস তবু অক্ষুণ্ন থেকে যায়। দাঙ্গা, যুদ্ধ, মন্বন্তরের দিনে লেখা 'টোপ' গল্পের বিষয়বস্তু সামাজিক অবক্ষয়ের দিকটিকেও ইঙ্গিত করে। সামন্ততান্ত্রিক প্রতিভূ রাজাবাহাদুরের চরম বিলাস শিকারে, শিকারের জন্য প্রয়োজন হয় 'টোপ', সে টোপ হাঁস মুরগি, ছাগশিশু বা কোনো পশুশাবক নয়। তাঁর শিকার বিলাসের চরমতা মানব শিশুর টোপ ব্যবহারে। এতেই তাঁর উদোম উল্লাস, আভিজাত্যের অনন্যতা। আর এই বিভৎস বিলাসিতার সহযাত্রী হিসাবে তিনি পেয়ে যান মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সামাজিক কথককে। যেন শুধু সহযাত্রী হয়েই থাকেনি, তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্তির আশায় ও আশ্বাসে গুনবান অরাতি দমন রাজা হিসাবে রাজাবাহাদুরকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে এবং সেই মুহূর্তে নিজেকে মোসায়েবে গোত্রান্তরিত করে তৎকালীন সমাজের মধ্যস্বত্বভোগী স্তরটাকেও সে চিহ্নিত করেছে। সে যেন স্বার্থান্বেষী মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব চিহ্ন। আনুগত্য প্রদর্শনে এই সংস্কৃত কথকের সঙ্গে হিন্দুস্তানী কীপারের ভেদ খুব বেশি নেই। সামন্ততান্ত্রিক বিলাসী সুঁচে তাঁর বিবেক চুপসে গেছে। অনেক উপর থেকে নীচের লোকগুলোকে ক্ষুদ্র তুচ্ছ দেখাই স্বাভাবিক। লেখকের সমাজ সচেতনতার সবচেয়ে বড় পরিচয় এখানেই।

এই গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র অবশ্যই রামগঙ্গা এস্টেটের মালিক রাজাবাহাদুর এন. আর. চৌধুরী। সমাজ অর্থনীতির ভয়াবহ অনটনের দিনেও তিনি তাঁর আভিজাত্যকে খাটো করেননি। জন্মদিনের অনুষ্ঠানে সামান্য স্তুতি পদ্মের অসামান্য পুরস্কার হাতে হাতে চুকিয়ে দিতে কার্পণ্যও করেননি। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক কিছু ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার দিলের তুলনা চলে মাত্র। প্রকৃত গুণ বিচারের মাপকাঠি তাঁর কাছে আনুগত্য। সামান্য আনুগত্যে আবেগ বিহ্বল হয়ে পড়া সামন্ততান্ত্রিক নায়কের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কথক

রাজাবাহাদুরের অনুগত বলেই অনুগ্রহ ও অনুকম্পার পাত্র। হিন্দুস্থানী কীপার সামন্ততান্ত্রিক নায়কের কথা অমান্য করে না। সুতরাং সে অনুগ্রহের পাত্র, আর 'হুজুর সেলাম' বলে দাঁড়ানো তারই দুই থেকে দশ বৎসরের মাতৃহীন শিশুর দল রাজাবাহাদুরের ছুঁড়ে দেওয়া খাবার থেকে বঞ্চিত হয় না। প্রভু যেমন গৃহপালিত পশুকে উচ্ছিষ্ট খাইয়ে বড় করে বৃহৎ লাভের আশায়, রাজাবাহাদুরও তেমনি শিশুগুলোকে উচ্ছিষ্ট দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন তার উদগ্র শিকার বিলাসের বৃহৎ পরিতৃপ্তির জন্য। শিকারের জন্য কোনো পশু শাবককেও হয়তো টোপ করা যেত কিন্তু রাজাবাহাদুরের ম্যানিলা চুরুটের ধোঁয়ার ভিতর যে কুণ্ডলিকৃত পৃথিবীটা, হুইস্কির রঙীন নেশায় দেখা সেই পৃথিবীর মানুষগুলো আসলে সবাই হিন্দুস্থানী কীপার এবং তাদের সন্তান কুড়িয়ে খাওয়া কোন পশু শাবকেরই মত। সুতরাং রাজাবাহাদুরের কাছে মানবশিশু ও পশু শাবকের টোপের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। বরং মানবাত্মার চরম লাঞ্ছনায় তাঁর আভিজাত্যে রং ধরে। বড় শিকারে পর পর দু-তিন দিনের ব্যর্থতার পরই রাজাবাহাদুরের প্রয়োজন হয় মানব টোপের। শিশুদের প্রতি তার উচ্ছিষ্ট দেওয়ার ব্যাপারটা আসলে এক প্রকার পাশবিক দরদ। টোপ হিসাবে তাদের ব্যবহার করে সব হারানো মানুষের উপর সামন্ততান্ত্রিক জবরদস্তি, তার অর্জিত অথবা সমাজ প্রদত্ত অধিকারের প্রকাশ। তাই আর্দালি থেকে অন্যান্য মোশায়েব সকলেই সামন্ততান্ত্রিক হুজুরের প্রতি পুরোদস্তুর অনুগত। এই আনুগত্যের ফেরত লাভ অনুকম্পা।